বণিক বার্তা
৩০/০৪/২০১৫

প্রাক-বাজেট আলোচনা

হ্রাসকৃত ১০% হারে কর সুবিধা চান পোশাক মালিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দীর্ঘদিন ধরে হ্রাসকৃত হারে আয়কর পরিশোধ করে আসছিলেন তৈরি পোশাক শিল্পের মালিকরা। চলতি অর্থবছর তা করপোরেট কর হারের ন্যায় ৩৫ শতাংশ করা হয়েছে বলে দাবি তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ। এ হার কমিয়ে পুনরায় ১০ শতাংশ নির্ধারণ করে তা ২০১৯ সালের জুন পর্যন্ত বাড়ানোর দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।

গতকাল রাজধানীর সেগুনবাগিচায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সম্মেলন কক্ষে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রাক-বাজেট আলোচনায় এ দাবি জানান বিজিএমইএ সভাপতি আতিকুল ইসলাম। এ সময় রফতানির ওপর ধার্যকৃত উৎসে কর আগামী পাঁচ বছর দশমিক ৩ শতাংশ বহাল রেখে এ করকেই চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য করার প্রস্তাব দেন তিনি।

এনবিআরের জ্যেষ্ঠ সদস্য ফরিদ উদ্দিনের সভাপতিত্বে আলোচনায় আরো অংশ নেন বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সহসভাপতি আসলাম সানী, গার্মেন্ট অ্যাকসেসরিজ ও প্যাকেজিং প্রস্তুত এবং রফতানিকারকদের সংগঠন বিজিএপিএমইএর সভাপতি রাফেজ আলম চৌধুরীসহ এনবিআর ও পোশাক মালিকদের প্রতিনিধিরা।

আতিকুল ইসলাম বলেন, গত বছর সরকার রফতানিতে উৎসে কর দশমিক ৮০ শতাংশ থেকে কমিয়ে দশমিক ৩০ শতাংশ করে। কিন্তু করপোরেট করের মতো পোশাক শিল্পের আয়কর ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩৫ শতাংশ করা হয়। ফলে এ শিল্পে করের বোঝা বেড়েছে। পাশাপাশি কমপ্লায়েন্ট ও পারপাস মেড ভবনে গড়ে ওঠা কারখানা ছাড়া অন্য কারখানায় ক্রেতারা ক্রয়াদেশ দিচ্ছেন না। এমন পরিস্থিতিতে পোশাক খাতের কমপ্লায়েন্স বৃদ্ধি ও অবকাঠামোগত সক্ষমতা অর্জনের জন্য হ্রাসকৃত হারে কর পরিশোধের সুযোগ দেয়া আবশ্যক।

তিনি বলেন, রানা প্লাজা ধসের পর বায়ারদের চাপের কারণে পোশাক শিল্পে সংস্কার শুরু হয়। গঠিত হয় ক্রেতাদের জোট অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স। পাশাপাশি ক্রেতাদের চাহিদা মোতাবেক ফেয়ার ফ্যাক্টরি ক্লিয়ারিং হাউজ (এফএফসি) নামে একটি ওয়েবসাইট প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর মাধ্যমে ২২০টি ব্র্যান্ডের ক্রেতারা বিদেশে বসেই বাংলাদেশের পোশাক কারখানার সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে পারে। ফলে কমপ্লায়েন্ট কারখানা ছাড়া আর কেউ ব্যবসা করতে পারবে না। এ অবস্থায় কারখানার সক্ষমতা বাড়াতে প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড বিল্ডিং ম্যাটারিয়ালস, নির্মাণসামগ্রী ও ইটিপিসামগ্রী আমদানিতে শুল্ক ও ভ্যাট অব্যাহতি প্রয়োজন।

আতিকুল ইসলাম বলেন, ২০১৮ সালের পর শেয়ার্ড বিল্ডিংয়ে (যেসব ভবনে কারখানা ছাড়াও অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থাকে) কোনো ক্রেতা ক্রয়াদেশ দেবে না বলে জানিয়েছে। কিন্তু ৪০ শতাংশ কারখানা এখনো এমন ভবনে রয়েছে। এসব কারখানায় ১৪ লাখ শ্রমিক কাজ করছেন। যেসব কারখানা স্থানান্তর ও উৎপাদনসক্ষমতা বাড়াতে বাজেটে বিশেষ সুবিধা দেয়া প্রয়োজন। তা না হলে এসব প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ার পাশাপাশি শ্রমিকদের বেকার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। শুল্ক, আয়কর, ভ্যাটসহ বিভিন্ন বিষয়ে মোট ২৩ প্রস্তাব তুলে ধরে বিজিএমইএ।

আসলাম সানি রফতানি মূল্যের ওপর উৎসে কর আরোপ না করে কাটিং এবং মেকিংয়ের ওপর করারোপের প্রস্তাব দেন। এ ছাড়া নগদ সহায়তা আয়করমুক্ত রাখা, খুচরা যন্ত্রাংশ শুল্কমুক্ত আমদানি, পরিবেশ সুরক্ষা সারচার্জ বাতিল, ফার্নেস অয়েল আমদানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেয়ার প্রস্তাব তুলে ধরেন তিনি। আগামী অর্থবছরের বাজেটে বিবেচনার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৩৩টি প্রস্তাব দেয় বিকেএমইএ।

বিজিএপিএমইএর সভাপতি রাফেজ আলম চৌধুরী বলেন, তৈরি পোশাক খাতের রফতানি আয়ের পেছনে অ্যাকসেসরিজ ও প্যাকেজিং খাতের অবদান রয়েছে। পশ্চাদমুখী শিল্প হিসেবে অ্যাকসেসরিজ এবং প্যাকেজিং খাত এগিয়ে গেলেও নীতি সহায়তার অভাবে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে।